সংবাদ

তারিখ 13 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

বিশ্ব শিশুশ্রম নিরসন দিবস পালন

উন্নয়নে শিশুদের শ্রম নয় শিক্ষিত করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের উন্নয়নে শিশুদের শ্রম নয়, শিক্ষিত করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে পালিত হলো বিশ্ব শিশুশ্রম নিরসন দিবস।

দিবসটি উপলক্ষে গতকাল সমাজসেবা অধিদফতরের অডিটরিয়ামে শ্রমজীবী শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, শিশুদের সমাবেশ ও আলোচনা সভার আয়োজন করে বেসরকারি সংগঠন অপরাজেয় বাংলাদেশ। শ্রমজীবী শিশুদের ক্ষমতায়নে সমন্বিত উদ্যোগে প্রকল্পটিকে আর্থিক সহযোগিতা করছে অস্ট্রেলিয়া সরকার ও ওয়ার্ল্ড ভিশন।

শিশুদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে সমাজসেবা অধিদফতরের অডিটরিয়াম। ১৫০ জন শ্রমজীবী শিশু প্রথম পর্বে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. আবুল বারাক আলভী, গ্যালারি চিত্রকের নির্বাহী পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী মনিরুজ্জামান। বিচারকমণ্ডলীর ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে দুই পর্বে ১০ জন শ্রমজীবী শিশুদের পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক জাতীয় ফটবল খেলোয়াড় ও উন্নয়নে... পৃষ্ঠা ১ ক ২

উন্নয়নে : শিশুদের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সংগঠক রেহানা পারভিন। সভাপতিত্ব করেন অপরাজেয় বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ওয়াহিদা বানু।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ছেলে মেয়েতে কোন ভেদাভেদ নাই। সবাই সমান। সবাই সমান সুযোগ পাবে এবং সুনাগরিক হয়ে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

ওয়াহিদা বানু বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন একটি শিশুও রাস্তায় থাকবে না। ১৬ কোটি মানুষের খাদ্যের নিশ্চয়তা তিনি দেন। তাহলে শিশুরা রাস্তায় কেন থাকবে? আমরা প্রধানমন্ত্রীকে জানাতে চাই আপনি যদি শিশুদের খাদ্য ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা দেন তাহলে শিশুরা আর রাস্তায় থাকবে না।

দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ লেবার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ) এবং কেরানীগঞ্জ ক্ষুদ্র গার্মেন্ট শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে ফ্যাক্টরিভিত্তিক যৌথ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করতে সরকারের পাশাপাশি বিএলএফ, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সুশীল সমাজকে একযোগে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করার প্রত্যয়ে ওই কর্মসূচি গ্রহণ করে।

শিশুশ্রম নিরসনে বিএলএফের পক্ষ থেকে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়। সুপারিশগুলো হলো- জাতীয় শিশুনীতি-২০১০ এবং শিশু আইন-২০১৩ এর সঠিক বাস্তবায়ন; ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুদের কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ; শিশু শ্রমের কুফল সম্পর্কে শিশু, শিশুর পিতা-মাতা ও অভিভাবককে সচেতন করে তোলা শিশুর পিতামাতাকে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধির ব্যবস্থা; যাতে করে তারা তাদের শিশুকে কাজের পরিবর্তে স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হয়, শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা; শিশুদের শিক্ষাবিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; শিশুশ্রমকে ব্যবসার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ না করা।